REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 15th June 1927. | ৫ম সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—ঃ০ঃ—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী:

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৸৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৶৹ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

জমি বিক্রয়।

পরগণা গনকরের তেঘড়ি-রামপুরার মাঠে ১১ দাগে ৩০।৩।০ বিঘা জমি যাহার বার্ষিক খাজনা ১৮।১০ টাকা প্রজা শ্রীজীবনকালী রায় দিঃ নামে বাবু শ্যামাপদ রায় দিঃ সেরেস্তায় লিখিত আছে। উক্ত জমি বিক্রয় করা হইবে। বিশেষ বিবরণ জন্য তেঘড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের নিকট কিম্বা নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীজীবনকালী রায়।
১০ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

ই, আই, রেলে যাত্রীর কষ্ট।

বর্ত্তমান জুন মাসে যে নূতন টাইম টেবল প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ইতিপূর্ব্বে বারহারোয়া ব্যাণ্ডেল লাইনে যে ট্রেণের অসুবিধা ছিল বোধ হয় তাহা কর্ত্তারা উপলব্ধি করিয়া দূরীকরণের চেষ্টা করিবেন। কোন কোন ট্রেণের সময়ের এক আধটুকু পরিবর্ত্তনও হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হইয়া বরং অসুবিধাই বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে ধুলিয়ান অঞ্চল হইতে সকাল বেলা ট্রেণে আসিয়া আদালতের কাজ কর্ম্ম সারিয়া বৈকালে ফিরিয়া যাইবার সুবিধা ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা নষ্ট করিয়া আজ আসিয়া কাল যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যেদিন লোকে বহরমপুর যাইত সেইদিনই আবার ফিরিয়া আসিবার ট্রেণও মিলিত। বর্ত্তমানে একদিন ভোগ ভুগিয়া তবে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা। গত মে মাস পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর যে ডাউন ট্রেণটী পাওয়া যাইত, তাহাতে যাইতে হইলে রাত্রির আহারের পর যাত্রা করিলে বেশ ট্রেণ পাওয়া যাইত। জুনের ব্যবস্থায় তাহা ঘুচিয়াছে, ঠিক সাঁজের বাতি জ্বালিবামাত্র যাত্রা না করিলে ট্রেণ ধরিবার উপায় নাই। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম। ট্রেণের টাইম নির্দ্ধারিত করা তাঁহাদের খোস খেয়ালের উপর নির্ভর করে। নিয়ম—নিয়ম! তাহাতে সুবিধা অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিতে তাঁহারা বাধ্য নন। ভাল কথা, যখন ট্রেণে যাওয়া ভিন্ন লোকের উপায় নাই তখন সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও যাইতে হইবে। ভোর রাত্রির ট্রেণের যাত্রীগণ রাত্রিতেই ষ্টেশনে গিয়া না থাকিলে ট্রেণ পাইবে না কাজেই ষ্টেশনে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা 'জেণ্টলমেন' তাঁহাদের থাকিবার স্থান সাহেব কামরায় আছে, কিন্তু মধ্যশ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পূর্ব্বে কম্বল কাঁথা বিছাইয়া ষ্টেশনের বারান্দায় পড়িয়া কোন রকমে মশক দংশন সুখে ট্রেণ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত। বর্ত্তমানে প্যাসেঞ্জারের ভাগ্য বিধাতাগণ সে সুখেও প্যাসেঞ্জারগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ষ্টেশনে যাত্রীদিগকে থাকিতে দিবার নিয়ম নাই। যে দুর্ব্বলচিত ষ্টেশন মাষ্টার দয়া করিয়া যাত্রীগণকে থাকিতে দেন তাঁহাকেও উপরওয়ালার গুঁতো খাইতে হয়। খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে যাঁহারা রাত্রিকালে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়াছেন এমন কি অনুভবও করিয়াছেন যে যাত্রীগণকে কুকুর শেয়ালের মত তাড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে অনাবৃত টিনের ঘরে যাইতে বাধ্য করে। উক্ত 'প্যাসেঞ্জার সেড' নামক ঘরটি (?) গোয়াল ঘরের চাইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। গোবর ছাগলের নাদী (ছাগলাদ্য বঁদে) ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া যাত্রীগণের বিশ্রাম সুখ বৃদ্ধি করে। সেখানে সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রভীতিও হইয়া থাকে। অনাবৃত স্থানে ছেলে পিলে নিয়ে প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। খাগড়া ঘাট ষ্টেশনে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। পানী-পাঁড়ের অস্তিত্ব সেখানে আছে বলিয়া বোধ হয় না। দিনের আপ ট্রেণে কলসী কলসী জল চিরোটী ষ্টেশন হইতে আসিয়া থাকে। তাহা ষ্টেশনের বাবুদের জন্য না যাত্রীদের জন্য আসিয়া থাকে সে সমস্যা সমাধান করা কঠিন। এই দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও এক বিন্দু জল পাইবার উপায় নাই। ষ্টেশনের নীচে একটী খাল আছে তার জল পান করা দূরের কথা মুখে দিতেও ঘৃণা হয়। তারপর ট্রেণে আরোহণ করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, খঞ্জের বা বালকের পক্ষে ট্রেণে ওঠা অসম্ভব। প্লাটফরম বোধ হয় আর হইবে না। ট্রেণে উঠিয়া যদি কেহ একটু গড়া দিলেন অমনি রেল কোম্পানীর নব প্রবর্ত্তিত 'ক্রু সিষ্টেমে' নিযুক্ত আধা খোট্টা আধা বাঙ্গালী, আধা সাহেব আধা পাঞ্জাবী হুজুররা আসিয়া টিকিট পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। একবার টিকিট দেখাইলে নিস্তার নাই পুনঃপুনঃ টিকিট দেখিতে চাহিয়া বিরক্ত করিতে থাকে। টিকিট কিনিবার সময় না পাইলে পূর্ব্বে গার্ড সাহেবকে বলিয়া গাড়ীতে যাওয়া চলিত এক্ষণে তাহার উপায় নাই। এই 'ক্রু' নামক কর্ত্তারা টিকিট দেখিয়া নামাইয়া দিবার মালিক কিন্তু ভাড়া লইয়া ট্রেণে যাইতে দেওয়ার মালিক নয়। কাজেই ট্রেণে গমনাগমনের সুখ সাড়ে ষোল আনা। ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে না?

হাবড়া ষ্টেষনে গোলক ধাঁধা।

পূর্ব্বে হাবড়া ষ্টেষনে ৪।৫ নং প্লাটফরমের প্রবেশ পথের সম্মুখে বড় বড় কপাটের মত কব্জা সংযুক্ত কাষ্ঠফলকে টাইমটেবল আঁটিয়া দেওয়া থাকিত। কোন্ ট্রেণ কোন্ প্লাটফরম হইতে ছাড়িবে তাহার বিস্তারিত তালিকাও দেওয়া থাকিত। প্যাসেঞ্জারের পক্ষে স্ব স্ব গন্তব্য ট্রেণ ও প্লাটফরম বাছিয়া লওয়ার সুবিধা ছিল। সম্প্রতি উক্ত কাষ্ঠফলকগুলি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। সকল প্যাসেঞ্জারের টাইমটেবল কিনিবার বা তাহা ব্যবহার করিবার শক্তি নাই। আর হুইলার কোম্পানির ষ্টলে সব সময়ে টাইমটেবল কিনিতেও পাওয়া যায় না। প্লাটফরমের প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে একজন বা দুইজন সাহেবাকৃতি রেল কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান থাকেন বটে তাঁহারা টিকিট পরীক্ষা করিয়া পথভ্রান্ত যাত্রীগণকে সুপথ দেখাইয়া না দিয়া বরং বীররস-ব্যঞ্জক স্বরে "দুসর প্লাটফরমে যাও" কেহ কেহ ঘৃণব্যঞ্জক স্বরে "ভাগো" বলিয়াই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করেন। নিরীহ নিরক্ষর যাত্রী বা স্ত্রীলোক যাত্রীগণ তাহাদের এই যাত্রার দলের ভীমের ভাব দেখিয়া শঙ্কিত পদে কম্পিত বক্ষে পশ্চাৎ দিকে পলাইয়া আসিয়া যেন মস্ত ফাঁড়া কাটাইল বলিয়া মনে করে। তখন তাহাদের গন্তব্য ট্রেণের অনুসন্ধান করিতে অন্যান্য ওয়াকিবহাল প্যাসেঞ্জার খুজিয়া বাহির করিয়া তাহার পরামর্শ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এন্‌কোয়ারী বা অনুসন্ধান আফিসের সন্ধান সবাই জানে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানির সদর আফিস হাবড়া ষ্টেষনে যাত্রীগণের যদি এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তবে এ পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথা? কর্ত্তারা একবার নেক নজর করিবেন কি?

জঙ্গিপুরে পুলিশের ডি, আই, জি, সাহেব।

গত মঙ্গলবার প্রত্যুষে পুলিশের ডি, আই, জি, সাহেব জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে জেলার পুলিশ সাহেব বাহাদুরও ছিলেন। ডি, আই, জি, সাহেব স্ব বিভাগীয় কর্ম্মাদি পরিদর্শন করতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

উপবীত গ্রহণ।

বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার গঙ্গা দশহরার দিনে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন দফরপুর, তেঘরী ও জোতকমল গ্রামের প্রায় সকল পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়ই উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামের উক্ত ক্ষত্রিয়গণ এখনও যজ্ঞসূত্র গ্রহণে সম্মত হন নাই। আজ কাল প্রত্যেক জাতির মধ্যে একতা স্থাপন করা ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। "স্বজাতির উন্নতি করিও না" এ কথা কেহ বলিবে না। তবে মতান্তর হইলে একতা বহুদূরে। তখন "কেলে হারে কি ধলা হারে" লইয়া বিবাদেরই সৃষ্টি হইবে। নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও পাল্লা দিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের বিকাশ হওয়া ভিন্ন অন্য আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না। সূত্র গ্রহণ লইয়া বিবাদের সূত্রপাত বাঞ্ছনীয় নহে।

হাইকোর্টের উকিল খুন।

—০—

গত ২৭শে মে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে হাইকোর্টের উকিল বাবু পরেশচন্দ্র সেন পোষাক পরিয়া কোর্টে যাইতেছিলেন। তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় একজন লোক হঠাৎ পিছন দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ছুরি মারে, ফলে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল; কিন্তু পথিমধ্যে তিনি মারা গিয়াছেন। পরেশ বাবু ১০নং নবীন কুণ্ডু লেনে অবস্থান করিতেন। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলিয়া পুলিশ গণেন্দ্র কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ সে নাকি ভীষণ প্রকৃতির লোক। প্রায়ই সে মদ খাইয়া পাড়ায় আসিয়া গোলমাল করিত। পাড়ার লোকের অনুরোধে পরেশ বাবু তাহার বিরুদ্ধে থানায় রিপোর্ট করিয়াছিলেন। সেই রাগেই নাকি দুর্ব্বৃত্ত এই ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে।

বালিকার লজ্জাশীলতার হানি জন্য

রাজার পৌত্রের দণ্ড।

—০—

শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত তারানাথ গুপ্তের এজলাসে ১২ বৎসরের ভুটীয়া বালিকার লজ্জাশীলতার হানি করার জন্য উত্তরপাড়ার জনৈক রাজার পৌত্র পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের বিচার হয়। বিচারক আসামীকে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই টাকা না দিলে তাঁহাকে সশ্রম ৪ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বালিকা উদ্ধার।

—০—

এইরূপ প্রকাশ যে ননীগোপাল সরকার নামক এক ব্যক্তি বহরমপুরে সরসীবালা দেবী নাম্নী এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতীকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে চুরি করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায় এবং তাহাকে বেশ্যালয়ে লুকাইয়া রাখে। গত পূর্ব্ব বুধবার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাত্রিকালে ননীগোপাল ঐ যুবতীকে স্থানান্তরে রাখিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট।

—০—

নিমতিতার জমিদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতকুমার চৌধুরী জঙ্গিপুর মহকুমার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯২৭।

১৯১ থাং ডিঃ নেহালচাঁদ সামসুকা দেং আবু সহিদ মিঞা দিং অলি গার্জ্জেন দেবেন্দ্রনাথ সরকার দাবি ৩৬।৯ পং গনকর মৌজে অনুপনগর ১০/০ কাত ৪৲ আঃ ১৫৲

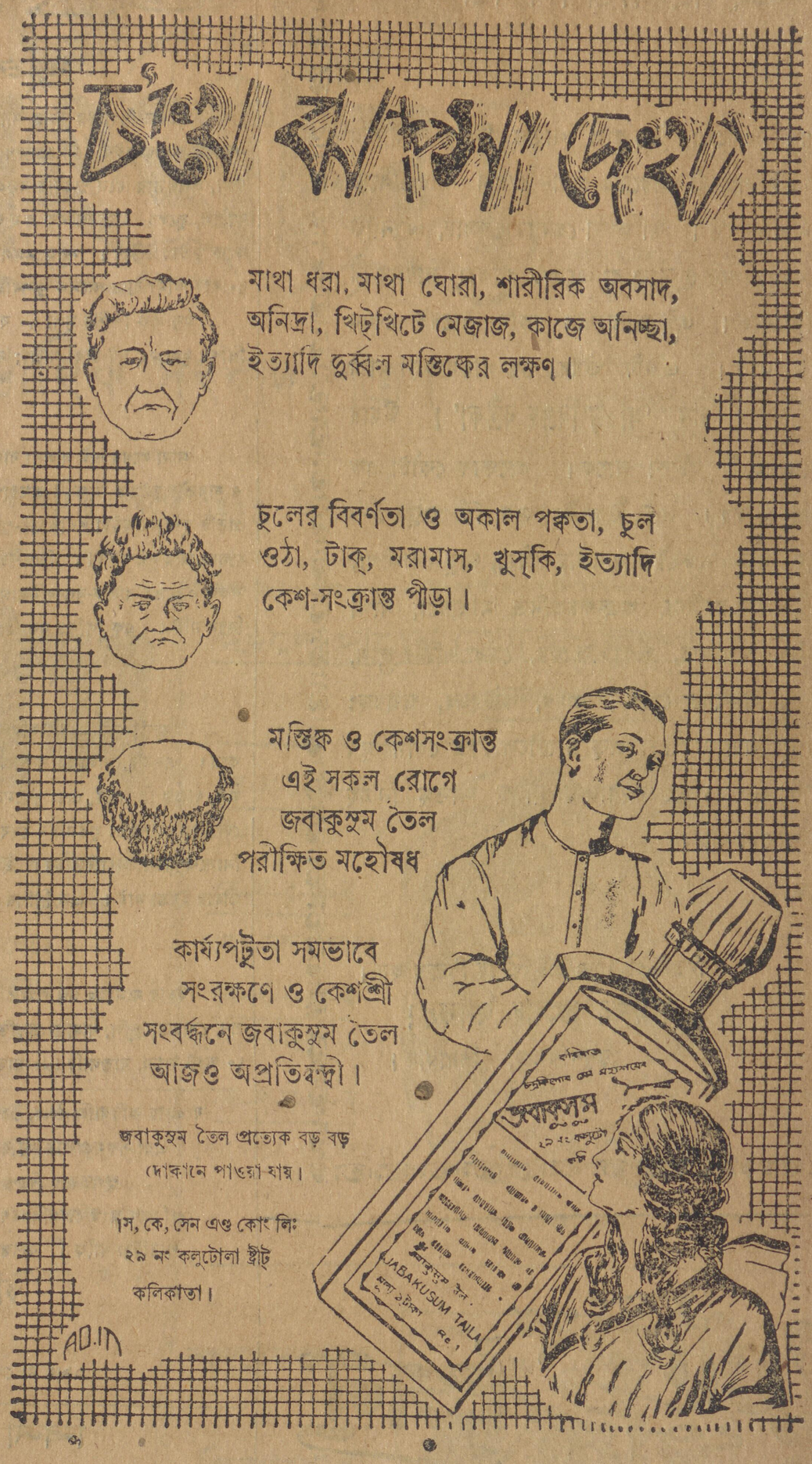

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেণ্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুনঃ— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে.
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।